“আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন
সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু’টি খুশী যা তাকে খুশী
করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে”।
[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা হাদীসে কুদসিতে বলেছেন: সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কেননা এটা আমার জন্য যেখানে রিয়া (লোক দেখানো) হয় না এবং আমিই এর প্রতিদান দিব এবং আমি একাই এর সওয়াবের পরিমাণ এবং এর নেক আমলের বহুগুণ বৃদ্ধির বিষয়টি জানি। তারপর তিনি বললেন: (সিয়াম একটি ঢাল) এবং একটি সুরক্ষা, একটি আবরণ আর জাহান্নাম থেকে একটি শক্তিশালী দুর্গ। কেননা এটি প্রবৃত্তি এবং পাপ করা থেকে বিরত রাখে; যেখানে জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। (সুতরাং তোমাদের কারো সিয়াম রাখার দিন হলে সে যেন অশ্লীল কাজ না করে) সহবাস ও তার প্রারম্ভিক আচরণ দিয়ে এবং অশ্লীল কথা বলেও নয়। (এবং গলা ফাটাবে না) ঝগড়া ও চিৎকার দিয়ে। রমযান মাসে (যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে মারামারি করে) সে যেন বলে: আমি একজন রোজাদার। এর কারণ হলো: সম্ভবত এর ফলে গালি দেওয়া বা মারামারি করতে আসা ব্যক্তি বিরত হবে।তবে, যদি সে প্রকৃত মারামারির জন্য জেদ করে, তাহলে রোজাদার তাকে হালকাভাবে প্রতিহত করবে—প্রথমে হালকাভাবে, এরপর আরও হালকাভাবে,যেমনটা আক্রমণকারীর ক্ষেত্রে করা হয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্ত্বার হাতে তাঁর প্রাণ তাঁর নামে শপথ করেন যে, সিয়াম রাখার কারণে রোজাদারের মুখের গন্ধের যে পরিবর্তন হয় তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তোমাদের নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। জুমার সালাত ও জিকিরের মজলিসে যে কস্তুরীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি সাওয়াবের কারণ। রোজাদারের দুটি আনন্দ রয়েছে: যখন সে তার রোজা ভাঙ্গে তখন সে তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিঃশেষ হওয়ায় আনন্দিত হয়, যেমন তাকে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সে তার রোজা শেষ হওয়া, তার ইবাদত সমাপ্তিত হওয়া, তার রবের কাছ থেকে সহজিকরণ এবং তার ভবিষ্যতের সিয়ামের প্রতি সাহায্য করায় আনন্দিত হয়। (এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার সিয়ামের) সওয়াব ও প্রতিদানে আনন্দিত হবে।